দৈনিক ইত্তেফাক ● 10

তারিখ 30 AUG 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

# শিশুশিক্ষা ব্যবস্থা

নাহার পারভীন পাপি

মানব শিশুর জীবনে শিক্ষাটা শিল্পীর রঙের মত কাজ করে। যে রঙেই শিশুকে সাজানো যায়, সে সেই রঙেই সাজবে। তাই, শিশুকে ছোটকাল থেকেই সুন্দর রঙে সাজাতে হয়—আমাদের ভবিষ্যৎ সুনাগরিক সৃষ্টির জন্যে। দেখা গেছে, শিশুর জীবনে দুই ধরনের শিক্ষার প্রভাব পড়ে। এক ধরনের শিক্ষা শিশু বংশানুক্রমে অর্জন করে থাকে। যেমন শিশু বসে, হামা দেয়, কথা বলে, হাঁটে, কাঁদে। এইগুলি জন্মের পরবর্তী পর্যায় থেকে এক এক করে প্রকাশ পেতে থাকে। এটাও শিক্ষা। আবার অন্য ধরনের শিক্ষা হচ্ছে, শিশুরা যেগুলি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জন করে। যেমন—অনেক শিশু গান শেখে, লেখাপড়া করে, দাবা কিংবা জুড়ো শেখে—এ সবই শিক্ষা। তবে এগুলো নিজ থেকে আসে না, শিশুকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। বিভিন্ন দেশের শিশু ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলে। এগুলো আবার বংশগত শিক্ষা।

আজকাল দেখা যায়, বেশ ছোট শিশু; বয়স তিন কি সাড়ে তিন বছর—আর এই বয়সেই অভিভাবকের হাত ধরে শিশুনিকেতনে (কিণ্ডার গার্টেন) যাচ্ছে। যদিও শিশুনিকতনে বাচ্চাদেরে পড়ার জন্য ততটা চাপ দেয়া হয় না—তবুও যা শিশুদের শেখানো হয়, তা ঐ শিশুর জন্য উপযোগী কিনা—আমরা অনেকেই জানি না। আমাদের দেশে শিশু বিশেষজ্ঞ আছেন, যাদের অধিকাংশের অবদান চিকিৎসা ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। কিন্তু শিশু-বিজ্ঞানীর অভাব আমাদের দেশে এখনও রয়ে গেল।

উন্নয়নশীল বিশ্বের শিশু বিজ্ঞানীরা বলেন, ৬ বছরের আগে শিশুদের হাতে পেন্সিল ছোঁয়াতে নেই; কারণ, ঐ বয়সের আগে শিশুর মস্তিষ্কের যথাযথ বিকাশ হয় না।

আমাদের শিশু বয়স অনুপাতে শিক্ষার দিকে এগুচ্ছে ঠিকই, কিন্তু বহির্বিশ্বের শিশুর সাথে আমাদের শিশুর কি তুলনা করা চলে? অনেকেই বলবেন, এর প্রধান কারণ আমাদের দারিদ্র্য। একটু তলিয়ে দেখলে সবাই বুঝতে পারবে, দেশের এই দারিদ্র্যের জন্য আমি-আপনি, আমরা সবাই দায়ী। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সামাজিক বিভেদ নির্ধারণ করি আয় দিয়ে। দেশে চাকুরীর সুযোগ কম; তাই অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার তুলনায় আয়কে প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে। চলতি বছরে ৭৫ হাজার লোককে বিদেশে পাঠানো হবে। দেশের সন্তান দেশে কাজ না পেয়ে বিদেশের কাজে লাগছে। বিদেশে শিক্ষা, পেশা ও আয়ের উপর নির্ভর করে সামাজীকরণ করা হয়। দেখা যায়—শিক্ষা, পেশা ও আয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষা বেশী হলে, ভাল পেশা পাওয়া যায়। —ফলে আয়ও পর্যাপ্ত হয়ে থাকে। তাই, সামাজিক মান অনুযায়ী শিক্ষাকেই অত্যাবশ্যক বলে ধরা হয়। ফলে দেখা গেছে, বিদেশে শিক্ষার হার আমাদের দেশের তুলনায় অনেক উঁচু। আমাদের পঙ্গু মানসিকতাই অশিক্ষা ও অজ্ঞতার জন্য অনেকটা দায়ী।

যখন এদেশে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র চালু করা হলো, তখন অনেকেই বলেছেন, এত বয়সে লেখাপড়া শিখে কি হবে? এটা এক ধরনের অজ্ঞতার পরিচয় বহন করে। কোন কিছু শেখার ব্যাপারে এদেশের লোকের প্রচুর অনীহা। এই সবই আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধর—শিশু তথা জাতির আগামী দিনের নাগরিককে গ্রাস করছে। তবে আমার কথা, দেশের বিভিন্ন শিশু সংস্থা এক্ষেত্রে অনেক দায়িত্ব গ্রহণ করছে। দেশে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠেছে শিশুনিকেতন। কিন্তু সেই অনুপাতে তো শিক্ষার হার বাড়েনি। কিছু মহল ব্যবসায়িক ভিত্তিতে শিশুনিকেতন পরিচালনা করে যাচ্ছেন। তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য শিশু শিক্ষাদান করা নয়, অর্থ উপার্জন করা। তাই শিশুনিকেতনে একটি শিশুর মাসিক বেতন দাঁড়ায় ২০০ থেকে ৬০০ টাকা পর্যন্ত।

'সবার জন্য শিক্ষা' এমনি একটি শ্লোগান শোনা যায়। এ প্রসঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হলেই চলবে না। বিনা পয়সায় দেশের সব গরীব শিশুকে শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। এমন একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে, যাতে গরীব শিশুরা শিক্ষার প্রতি উৎসাহ বোধ করে। প্রয়োজনবোধে শিক্ষার বিনিময়ে শিশুদের কিছু দিয়েও যেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাদের আগ্রহ জাগানো হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর কথা। মানুষ খাদ্য পাচ্ছে বলেই কাজের প্রতি উৎসাহিত হচ্ছে। দরিদ্র শিশুদের জন্য যদি তেমনিভাবে শিক্ষার বিনিময় কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করা না হয়, তবে তারা হয়ত শিক্ষার প্রতি তেমন মনোযোগী হবে না। কারণ, ৭/৮ বছরের শিশু যদি শ্রমিকের কাজ করে, তবে সে পরিবারে কিছুটা হলেও আর্থিক সাহায্য করতে সক্ষম হয়। কিন্তু ঐ বয়সের গরীব শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাবার আগে আর্থিক লাভের দিকেই নজর দিবে।

যার যে জিনিসের অভাব থাকে, জীবনে সে সেইদিকেই ধাবিত হয়। অসুখী মানুষ সুখের সন্ধান করে।—সিসেরো বলেছিলেন, "যতই উর্বরা হোক একটা ক্ষেত যেমন কর্ষণ ছাড়া ফসল দিতে পারে না, শিক্ষা ছাড়া মানুষের মনের অবস্থাও তেমনি।" এই শিক্ষার পিছনে লুকিয়ে আছে আমাদের দৈহিক কর্মক্ষমতা। কর্মক্ষমতা হলো আমাদের শিক্ষার ভিত্তি। একজন মানুষের মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ গঠন হয় তার প্রথম ৫ বছর বয়সের মধ্যে। তাই, শিশুর খাদ্য ও পুষ্টির প্রতি এই বয়সটাতেই বেশী গুরুত্ব দিতে হয়। আমাদের দেশের বিভিন্ন ধরনের সমস্যার মধ্যে শিশুর পুষ্টিগত সমস্যা অন্যতম। সেজন্য দেশের শিশু সমষ্টিকে শিক্ষার উপযোগী করতে হলে প্রথমে তাদের মস্তিষ্কের ভিত্তিকে সবল করতে হবে। শুধু প্রাথমিক শিক্ষা বলে শ্লোগান দিলে হবে না, এর সফল সমাধানে কর্তৃপক্ষের সচেষ্ট হতে হবে। শিক্ষা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সুন্দর একটি মন্তব্য মনে পড়ে যায়। তিনি বলেছিলেন, "শিক্ষা জিনিসটা যথাসম্ভব আহার-ব্যাপারের মত হওয়া উচিত; খাদ্যদ্রব্যে প্রথম কামড় দিবামাত্রই তাহার স্বাদে সুখ আরম্ভ হয়, পেট ভরিবার পূর্ব হইতেই পেটটি খুশি হইয়া জাগিয়া উঠে।" আমাদের দেশের শিক্ষাকেও এমনি আকর্ষণীয় করে তুললে শিশুরা শিক্ষার প্রতি আগ্রহশীল হয়ে উঠবে। আমাদের শিক্ষাহীন জাতির পরিবর্তনে দেশে বইবে সুখ, সমৃদ্ধি ও উন্নতির জোয়ার। কেবল শিক্ষাই জাতিকে উন্নতির পথে ত্বরান্বিত করে আমাদের বিশাল জনসংখ্যাকে শক্তিশালী জনশক্তিতে পরিণত করতে পারে।